



લેકચર ૨૪ : ઢાલ-ઢલત ઓ
ઢાતવિક ડોલાર્ય તવીજી ﷺ

કોર્સઃ ડિરાહ

www.aslafacademy.com

પ્રશિક્ષક: આશ્માદૂલાહ આલ - ડામિ

নবীজির (সঃ) বাক-ভঙ্গিমা -

কথা মানুষের ব্যক্তিত্ব প্রকাশের সবচেয়ে বড় অনুষ্ঙ্গ। কখনো একটি কথাই মানুষের পূর্ণ ব্যক্তিত্ব প্রকাশ করে দেয়। নবীজির (সঃ) চলাফেরার ধরন ও অন্যান্য প্রকৃতির বাক-ভঙ্গিমাও ছিল স্মরণীয়। নবীজির (সঃ) একটি গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব ছিলো মানুষের সামনে বক্তব্য প্রদান করা এবং যে-কোনো বিষয় স্পষ্ট করা। যেমন আল্লাহ বলেন -

وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ

এবং আপনার প্রতি এই স্মারক (তথা কুরআন) অবতীর্ণ করেছি, যাতে আপনি মানুষের সামনে তা স্পষ্ট করে দেন, যা তাদের প্রতি অবতীর্ণ করা হয়েছে, এবং যাতে তারা গভীরভাবে চিন্তা করে।¹

নবীজি (সঃ) যেভাবে কথা বলতেন -

নবীজি (সঃ) কথা বলতেন সুস্পষ্টভাবে ও সবিস্তারে। শ্রোতামাত্রই তার কথা বুঝত এবং আয়ত্ত করতে পারত। আয়েশা রা. বলেন - তিনি এমনভাবে কথা বলতেন যে, কেউ গুণতে চাইলে গুণতে পারত।²

¹সূরা নাহল, আয়াত, ৪৪

²সহিহ বুখারি, হাদিস ৩৫৬৮

আরেক হাদিসে এসেছে- তোমরা যেমন দ্রুত কথা বল, তিনি তেমন দ্রুত বলতেন না। তিনি কথা বলতেন থেমে থেমে। প্রত্যেক শ্রোতা তার কথা বুঝতে পারত।³

আনাস রা. বলেন— নবীজি (সঃ) একটি কথা তিনবার পুনরাবৃত্তি করতেন, যেনো তা বুঝে নেওয়া যায়।⁴

নবীজি (সঃ) যেভাবে উপদেশ দিতেন -

সাহাবীদের তিনি উপদেশ দিতেন বটে, কিন্তু অতিরঞ্জন করতেন না। তার উপদেশ ছিলো অত্যন্ত প্রভাবমণ্ডিত, হৃদয়গ্রাহী এবং বিবেক জাগানিয়া। ইবনে মাসউদ রা. বলেন— নবীজি (সঃ) আমাদের উপদেশ দিতেন মাঝেমাঝে, যেনো আমরা বিরক্ত না হই।⁵

ইরবাজ ইবনে সারিয়া রা. বলেন— একদিন নবীজি (সঃ) আমাদের নামাজ পড়ালেন। তারপর আমাদের দিকে ফিরলেন এবং প্রভাবপূর্ণ উপদেশ দিলেন। আমাদের চোখ অশ্রুসিক্ত হলো, অন্তর ভীত হয়ে উঠল।⁶

তার উপদেশের ধরন বর্ণনা করে হামযা রা. বলেন— তিনি আমাদের জান্নাত-জাহান্নামের কথা আলোচনা করতেন এমনভাবে, যেনো সেগুলো আমরা চোখের সামনে।⁷

³ তিরমিজি, হাদিস ৩৬৩৯

⁴ সহিহ বুখারি, হাদিস ৯৫

⁵ সহিহ বুখারি, হাদিস ৬৮

⁶ সুনানে আবু দাউদ, হাদিস ৪৬০৭

⁷ সহিহ মুসলিম, হাদিস ২৭৫০

নবীজি (সঃ) যেভাবে ভাষণ দিতেন -

দুর্যোগকালে অধিকাংশ সময় নবীজি (সঃ) সাহাবিদের সমবেত করে ভাষণ দিতেন। নবীজি (সঃ) ছিলেন একজন সেরামানের বাগ্মী ও বক্তা। জাবের ইবনে আব্দুল্লাহ রা. বলেন - নবীজি (সঃ) যখন ভাষণ দিতেন, তখন তার চোখ লাল হয়ে যেতো, আওয়াজ উচ্চকিত হতো এবং তার রাগ তীব্র হতো। মনে হতো যেনো কোনো সৈন্যদলকে সতর্ককারী বলছে, শত্রু তোমাদের ওপর সকালে বা সন্ধ্যায় ঝাঁপিয়ে পড়বে।⁸

ইবনে ওমর রা. বলেন - নবীজি (সঃ) বলছিলেন, আল্লাহ তাআলা কেয়ামতের দিন আকাশমণ্ডলি গুটিয়ে নেবেন। এরপর ডান হাতে একে ধরবেন আর বলবেন, আমিই মালিক। কোথায় অহংকারীরা? কোথায় দম্ভকারীরা? এরপর জমিনকে বাম হাতে গুটিয়ে নেবেন আর বলবেন, কোথায় অহংকারীরা? কোথায় দম্ভকারীরা? ইবনে ওমর রা. বলেন— দেখলাম, ভাষণের প্রচণ্ডতায় মিস্রর নীচ থেকে দুলছে। এমনকি আমি বলব ভাবছি, মিস্রটি কি নবীজিকে (সঃ) নিয়ে পড়ে যাবে?⁹

নোমান ইবনে বাশীর রা. বলেন - নবীজি (সঃ) ভাষণে বললেন, আমি তোমাদের জাহান্নামের ভয় দেখাচ্ছি..। (এত জোরে বললেন যে,) কেউ বাজারে থাকলেও সেখান থেকেও এ-আওয়াজ শুনতে পেতো। এমনকি তার কাঁধ থেকে চাদরটি পায়ের গোড়ায় পড়ে গেলো। বিদায় হজের ভাষণের সময় একটি চাদর তার বগলের নীচ ও কাঁধের ওপর দিয়ে পেঁচানো ছিলো। উম্মে মাহাসান বলেন, তখন আমি দেখলাম, তার বাহুর মাংসপেশি কাঁপছে।¹⁰

⁸ সহিহ মুসলিম, হাদিস ৮৬৭

⁹ সহিহ বুখারি, হাদিস ৭৩১২

¹⁰ সুন্নে তিরমিজি, হাদিস ১৭০৬

নবীজি (সঃ) হাঁটা-চলার ধরন -

যে-কোনো মানুষের দৈহিক গঠনের সাথে সাথে বরং দেহের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের প্রকাশভঙ্গি না জানলে দৈহিক সৌন্দর্য আসলে অস্পষ্টই থেকে যায়। তা ছাড়া চলাফেরা ও কাজেকর্মের মধ্য দিয়েই ব্যক্তিকে চেনা যায় সবচেয়ে বেশি।

রাসুল (সঃ) এর হাঁটা-চলা ছিল একজন প্রাণবন্ত ও উদ্যমী পুরুষের ন্যায়। তাই তার হাঁটার গতি ছিলো স্বাভাবিকের চেয়ে একটু দ্রুত। আনাস রা. বলেন - তিনি একটু ঝুঁকে হাঁটতেন। কোথাও গেলে পথে ছড়িয়ে পড়া সুগন্ধির সূত্রধরে বোঝা যেতো যে, তিনি এই পথ ধরে গেছেন।¹¹

লাকিত ইবনে সাবুরা রা. একবার নবীজিকে (সঃ) খুঁজতে আয়েশার কাছে এলেন। সেখানে তাকে পেলেন না। ইতোমধ্যে নবীজি (সঃ) সেখানে এলেন পৌরুষভরে একটু ঝুঁকে হেঁটে হেঁটে।¹²

আলী রা. বলেন - রাসুল (সঃ) হাঁটার সময় একটু ঝুঁকে হাঁটতেন, যেনো কোনো উঁচু ভূমি থেকে অবতরণ করছেন।¹³

এ-ছাড়াও অন্যান্য সকল বর্ণনা থেকে বোঝা যায়, হাঁটার সময় তিনি শক্তি ও উদ্যম রাখতেন এবং দ্রুত হাঁটতেন। ‘মনে হয় যেনো উঁচু ভূমি থেকে নীচে নামছেন’ এর অর্থ এটাই। হাঁটার এই ভঙ্গিটি তাঁর পৌরুষেরও প্রকাশ। আরও একটি বিষয় বোঝা যায় যে, হাঁটার সময় তিনি মাটি থেকে পরিপূর্ণভাবে পা উঠাতেন তারপর পা ফেলতেন, মাটিতে পা ছেঁচড়ে চলতেন না।

হাঁটা-চলায়ও তিনি মধ্যম গোছের ছিলেন। প্রাণহীন হাঁটা বা অস্থির চলন নয় এবং অহঙ্কার ও দন্ডের চলনও নয়। আল্লাহ তায়ালাও কুরআনে তার পছন্দের বান্দাদের হাঁটার বৈশিষ্ট্য এভাবে বর্ণনা করেছেন -

¹¹ সহিহ মুসলিম, হাদিস ২৩৩০

¹² সুনানে আবু দাউদ, হাদিস ১৪৩

¹³ সুনানে তিরমিজি, হাদিস ৩৬৩৭

وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا

দয়াময়ের বান্দা তারা, যারা জমিনের বুকে চলাফেরা করে নম্রভাবে।¹⁴

আল্লাহর প্রিয় বান্দাদের মধ্যে নবীজির (সঃ) স্থান যে সবার উপরে, তা দ্বিধাহীন হয়েই বলা যায়। এবং তাফসিরে বিশেষভাবে নবীজির (সঃ) হাঁটার প্রশংসাতেই এই আয়াত বর্ণনা করা হয়েছে বলে অনেকে অভিমতও ব্যক্ত করেছেন।

সাইয়েদ কুতুব রহ. বলেন - তারা সহজ ও নরম পদচলনে হাঁটেন। তাতে কৃত্রিমতা ও লৌকিকতা থাকে না। গৌরব বা দর্পও থাকে না। ভাব দেখিয়ে মুখ বিকৃত করে চলেন না। থপ থপ করে পা ফেলেন না। তাদের হাঁটাচলায় ব্যক্তিত্বের প্রকাশ ঘটে। আত্মিক প্রশান্তির ছবি দেখা যায়। তারা স্থির কদমে হাঁটেন। তাতে গাম্ভীর্য ও স্থৈর্য এবং শক্তিমত্তা ও একাগ্রতা ফুটে ওঠে। ‘তারা জমিনে চলাফেরা করে নম্রভাবে’-এর অর্থ এই নয় যে, তারা মাথানত ব্যক্তির ন্যায় নিজেকে গুটিয়ে হাঁটেন, যেনো পা জমিনে পড়েই না এবং নীচের ভিত মোটেই টের পায় না তাদের চলনের শক্তি। যেমন অনেককে দেখা যায়, খোদাভীতি ও ভালোমানুষী দেখাতে গিয়ে বিগলিত হয়ে হাঁটেন।¹⁵

নবীজি (সঃ) যখন হাঁটতেন, মনে হতো উঁচু ভূমি থেকে অবতরণ করছেন, আর জমিন তার সামনে সংকুচিত হয়ে আসছে। পূর্ববর্তী অনেক বুয়ুর্গ দুর্বল মানুষের মতো হাঁটা অপছন্দ করতেন। ইমাম ইবনুল কাইয়িম রহ. হাঁটার দশটি পদ্ধতি উল্লেখ করে বলেছেন - এগুলো মধ্যে সবচেয়ে ভারসাম্যপূর্ণ হাঁটা হলো নম্রভাবে এবং ঈশ্বৎ ঝুঁকে হাঁটা। অর্থাৎ, যেভাবে রাসুল (সঃ) হাঁটতেন।¹⁶

¹⁴ সূরা ফুরকান, আয়াত ৬৩

¹⁵ তাফসির ফী যিলালিল কুরআন

¹⁶ যাদুল মাআদ

এইসব বর্ণনা থেকে প্রমাণ হয়, নবীজির (সঃ) হাঁটা কেবল তার স্বভাবভঙ্গিই ছিল না, ছিল সুদৃঢ় ব্যক্তিত্বের প্রকাশ এবং হাঁটার পুরুষালি পন্থা এটাই হওয়া উচিত। আল্লাহ আমাদের সকলকে হাঁটা-চলায়ও নবীজির (সঃ) সার্বিক অনুসরণের তাওফিক দান করুন।

শিক্ষণীয় বিষয় -

যারা ইসলাম নিয়ে কাজ করতে চাই, তাদের জন্য নবীজীবনের এই দু'টি মহৎ গুণ অর্জন করা খুবই জরুরি। আমরা সবাই দ্বীনের দাঈ। তাই সবার উচিত প্রথমত শুদ্ধ ভাষায় কথা বলা। এরপর স্থানকাল পাত্রভেদে কথা বলার যোগ্যতা অর্জন করা এবং নিজেদের বডি ল্যাঙ্গুয়েজ ঠিক করা। নিজেদের মধ্যে ইসলামী আদর্শের স্মার্টনেস নিয়ে আসা। আল্লাহ আমাদের সবাইকে কবুল করুন আমিন।